দৈনিক ইনকিলাব
025
তারিখ 01 MAY 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

শেরে বাংলা

—সৈয়দ আশরাফ আলী

আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে বাংলার নয়নমণি শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন তথা বাংলার আপামর জনসাধারণকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে অন্তিম পথ-পরিক্রমায় যাত্রা করেন। একথা সর্বজনবিদিত যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, প্রতিভা ছিল বহুমুখী, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ছিল অপরিসীম। রূপকথার মত স্নিগ্ধ ও চমকপ্রদ, প্রজাপতির পাখার মত বর্ণাঢ্য ছিল তাঁর ঘটনাবহুল বর্ণিল জীবন। বহু বর্ণ বিভূষিত তাঁর বঙ্কিম জীবনে বহু ঘটনারই আবর্তন ঘটেছিল। এ সমস্ত ঘটনায় তাঁর ঔদার্য, মহত্ত্ব, সাহসিকতা, দূরদর্শিতা ও তেজস্বীতা প্রকাশমান।

অসামান্য ও মহৎ ব্যক্তিদের জীবনে শুধু অসাধারণ ঘটনারই অবতারণা হয় না, ছোট্ট সাধারণ ঘটনাও মহত্তর ও সার্থক পরিবেশ রচনা করে থাকে। এমনই একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটে কলিকাতা হাই কোর্টে আজ থেকে প্রায় ষাট বছর পূর্বে। হাই কোর্টে একটি জরুরী ও জটিল মোকদ্দমা পরিচালনাকালে উপ-মহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনৈক আইনজীবী আকস্মিকভাবে উত্তেজিত হয়ে তাঁর অধঃস্তন অন্য এক আইনজীবীকে এজলাসের মধ্যে চপেটাঘাত করে বসেন। নিম্নতম সহকর্মীটির একমাত্র অপরাধ ছিল সময়মত প্রয়োজনানুযায়ী সেদিন নথিপত্রাদি তিনি উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি।

প্রায় তিরিশ বছর পর উভয় আইনজীবীর অকস্মাৎ পারস্পরিক সাক্ষাৎ ঘটে। ইতিহাসে তখন বহুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, পট-পরিবর্তন ঘটেছে। চপেটাঘাত প্রাপ্ত সাধারণ ঐ আইনজ্ঞ তখন নিজেই ভারত-বিখ্যাত এক ব্যক্তিত্ব। তিরিশ বছর পূর্বের স্মৃতির রোমন্থন করে সেদিন সেই ভারত-বিখ্যাত বিনয়ী ও সহজ-সরল ব্যক্তিটি সবিনয়ে উল্লেখ করেনঃ "ম্যায় খুশনসীব হুঁযো আপনে মুঝে সবক দিয়ে থেঁ।"— "আমি সৌভাগ্যবান যে আপনি সেদিন আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।"

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, উপরোক্ত দুই ব্যক্তি কা'রা ছিলেন এবং এই ঘটনার মাধ্যমে কি করেই বা এঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হতে পারে। কিন্তু মহান এই ব্যক্তিদ্বয়ের পরিচয় উদঘাটিত হলে অতি সহজেই তাদের ঔদার্য ও মহানুভবতা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা স্পষ্টতর বা পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে।

সে ব্যক্তিটি সেদিন কলিকাতা হাইকোর্টে এজলাসের মধ্যে তাঁর সহকর্মীকে চপেটাঘাত করেছিলেন- তিনি হচ্ছেন উপ-মহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবী, জন-দরদী প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ শেরে-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক। আর যে ব্যক্তি সুদীর্ঘ তিরিশ বছর পরেও চপেটাঘাতের কথা সবিনয়ে স্মরণ করে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে বিবেচনা করেন তিনিও সাধারণ ও নগণ্য ব্যক্তি নন। এই বিনম্রচিত্ত উদার ব্যক্তিটি হচ্ছেন স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ। যাঁর হস্তে চপেটাঘাত প্রাপ্তিও সৌভাগ্যের বিষয় বলে রাজেন্দ্র প্রসাদের মত অতুলনীয় একজন মনীষীও বিবেচনা করেন, তাঁর হৃদয়ের অনুপম ঐশ্বর্য্য ও অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব বিষয়ে কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

শেরে বাংলার ঐতিহ্যময় আদর্শ, মহান কৃতিত্ব ও অবদান, অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা, তুলনারহিত বাগ্মীতা, হৃদয়ের সীমাহীন বিশালতা এবং গণ-মানুষের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম-ভালবাসা জাতি নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। পৃথিবীতে যখনই কোন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের তিরোধান ঘটে তখনই তা অপূরণীয় ক্ষতি বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এরূপ মহামানবের এদেশে আর উদ্ভব হবে না, এমন সব কথাও অহরহ প্রচারিত হয়ে থাকে। প্রয়াত ব্যক্তির অতুলনীয় এবং অভূতপূর্ব অবদান আর কারো দ্বারা সম্ভব নয় বলে মনে করা হয়ে থাকে। কোন প্রখ্যাত নেতার মহাপ্রয়ানের পর শ্রদ্ধা নিবেদনের সাধারণতঃ এটিই হচ্ছে চিরাচরিত রীতি ও অনুসৃত ভাষা। এ ভাষা ও রীতি যদিও শেরেবাংলার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য তবুও একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষগুণ বা বৈশিষ্ট্যের জন্য জাতি তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে স্মরণ করে। সেটি হচ্ছে মানুষের প্রতি এই সিংহ-হৃদয় পুরুষের অকৃপণ দ্বিধাহীন ভালবাসা।

মানুষকে সত্যিই তিনি নিবিড়ভাবে ভালবাসতেন। অপরকে আপন করে নেয়ার তাঁর ছিল এক ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা। অন্যের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, বিপদ-আপদ, বাধা-বিপত্তিকে তিনি আপনারই দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, বাধা-বিপত্তি বলে মেনে নিতেন। ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেঃ "খাইরুন্নাসা মাই-ইয়ান ফাউন্নাসা"—"সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ যে মানুষের কল্যাণ সাধন করে। প্রিয় নেতা শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে— একজন প্রকৃত মোমেন হিসাবে— জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, স্বসৃষ্ট বৈচিত্র্যময়, ঘটনাবহুল রূপ কথার অঙ্গনে-অঙ্গনে আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়েছেন ইসলামের এই মহান আদর্শ সর্বোতভাবে প্রতিফলনের। তাই তিনি মানুষের অন্তর অনুভূতিকে সম্মানিত করেছেন, যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের অব্যক্ত ব্যথা-বেদনা সঠিক ভাষায় রূপায়িত করেছেন। তাঁর রাজনীতির, পেশার তথা জীবনের একমাত্র আদর্শ ও লক্ষ্যই ছিল মানুষের জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য, ব্যথ্যা-বেদনা, আর্তনাদ-হাহাকারকে অপনোদন করে দেয়া।

মানুষকে হৃদয়ের গভীরে ভালবাসা ও দিয়ে জনদরদী এই নেতা বেছে নিয়েছিলেন পবিত্র কোরানের প্রথম সেই অমূল্য নির্দেশ— ঈকরা, "পড়"। আজীবন এই সাধনায় তিনি ছিলেন ব্যাপৃত, কোথাও কোন ব্যত্যয় তিনি ঘটানননি। অন্য কোন ক্ষেত্রে আদৌ যদি তাঁর কোন অবদান নাও থাকত, তাহলেও শিক্ষাঙ্গনে তাঁর মহামূল্য ও অপরিসীম অবদান সহজেই তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখত। এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা কোনক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষার জনক বললেও অত্যুক্তি হবে না।

01 MAY 1987

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা অবান্তর হবে না যে, শুধু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, সামগ্রিকভাবে শিক্ষা উন্নয়নে তাঁর বাস্তবমুখী পদক্ষেপ তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। এক্ষেত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের মধ্যে রয়েছে শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল, ইসলামিয়া কলেজ, লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ, বেথুন কলেজ, চাখার কলেজ প্রভৃতি শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা। তৎকালে ব্রিটিশ-ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলিকাতায় মুসলমান ছাত্রদের থাকবার কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে দূরদর্শী শেরে বাংলা কলিকাতায় ইলিয়ট হোস্টেল ও বেকার হোস্টেলের গোড়া পত্তন করেন। এ সব হোস্টেলে অধিবাস করে সাধারণ-অসাধারণ বহু ছাত্রই শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ লাভ করে পরবর্তীকালে উন্নততর জীবনের অধিকারী হয়েছে। আজও তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই হোস্টেল এবং শিক্ষায়তনগুলো উপ-মহাদেশে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে, বিশেষ করে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের, শিক্ষা গ্রহণে সক্রিয় সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে।

শিক্ষা উন্নয়নে তাঁর গঠিত মওলা বকশ্ কমিশন এক অনন্য অবদান হিসেবে আজও পরিগণিত। সাধারণ মেধার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে যেখানে উচ্চ শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল, সেক্ষেত্রে অসামান্য দূরদর্শিতা ও হৃদয়গ্রাহিতার স্বাক্ষর রেখে শেরেবাংলা মুসলমান ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সুব্যবস্থা করেন। এতে করে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুবর্ণ সুযোগ ঘটে। ঢাকা শহরের সুরম্য ফজলুল হক হল এই কিংবদন্তীর নায়কের শ্রদ্ধেয় নাম আজও বহন করে বহু ছাত্রের বাসস্থানের সঙ্কুলান ঘটাচ্ছে। তবে এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, শুধু মাত্র একটি দু'টি কলেজ বা হলের নামকরণের মাধ্যমেই এই বিশাল মনীষীর স্মৃতি ও অবদানের স্বীকৃতি পর্যাপ্ত হবে না। তার অসাধারণ কৃতিত্ব ও অননুকরণীয় শিক্ষা-কর্মকাণ্ডের যথাযোগ্য সীকৃতি ও স্মরণের জন্য ন্যূনতমভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর নামে নামাঙ্কিত করা অপরিহার্য বলে অনুভূত হয়।

অত্যন্ত সুপরিচিত ও সুখ্যাত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব শেরে বাংলা জনাব এক, কে, ফজলুল হক। বোধহয় এদেশে এমন কোন হতভাগ্য ব্যক্তিখনেই যে শেরে বাংলার এই জনপ্রিয় নামের সঙ্গে পরিচিত নয়। শুধু কথাতেই এই মহান নেতা বিশ্বাস করতেন না, কর্মকাণ্ডের সুফল লাভেই তাঁর আগ্রহ ও উৎসুক্য বর্তমান ছিল— কাজই ছিল তাঁর জীবন। তাঁর সূর্যকরোজ্জ্বল তেজস্বিতা, অপরাজেয় সংগ্রাম শক্তি, প্রদীপ্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, অকম্পিত আত্মমর্যাদা দেশ ও জাতির জন্য নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্যবাহী, অখণ্ড ও অক্ষুণ্ণ মর্যাদাময়।

শুধু সাধারণ্যেই নয়, অসাধরণের মধ্যেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। তাঁর কর্মবহুল জীবনে পূর্ণতম বিকাশকাল ছিল উপ-মহাদেশের এক স্বর্ণোজ্জ্বল যুগ। বহু প্রতিভাধর মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে এই সময়ে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের বহুমুখী প্রতিভার স্পর্শে জীবন সৌন্দর্যময়, কল্যাণকর ও সুধামণ্ডিত হয়ে ওঠে। ভারতের আকাশ তখন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে পরিপূর্ণ। এই জ্যোতির্মণ্ডলে শেরে বাংলা ছিলেন এক প্রোজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। তাঁর বর্ণচ্ছটায় অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কেরও আলোকচ্ছটা, ম্লান ও নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে। জ্যোতির্মণ্ডলের এই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সম্পর্কে অনবদ্য ও মনোজ্ঞ বিবরণী রেখেছেন ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনের জন্য এক দিকপাল জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ তাঁর শ্রদ্ধার্ঘটি অন্যভাষায় রূপান্তরে সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনায় ব্যাঘাত সৃষ্টির আশঙ্কায় মৌলিক বিবরণীটি নিম্নে শ্রদ্ধাসহ বিধৃত হলঃ

Alone was he capable of rising higher and higher till he attained his full statupe– while others in the meantime looked smaller and smaller till they sank behind his great personality.